শ্যাম নারায়ণ চৌকসে

বনাম

ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা

(২০১৬ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং৮৫৫)

জানুয়ারী ০৯, ২০১৮

[দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

জাতীয় সঙ্গীত/জাতীয় পতাকা – ভারতের সংবিধান – ধারা ৩২ – জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবেদনকারী, জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ চেয়েছিলেন – ৩০শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে, সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নির্দেশ দেয় যে সমস্ত সিনেমা হল ফিচার ফিল্ম শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে এবং হলে উপস্থিত সকলকে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করা হবে এবং দাঁড়িয়ে থাকতে হবে – পরে, আদালত আরেকটি আদেশ জারি করে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন বা নিয়ম জারি করার পরামর্শ দেয় – এর অনুসারে, রাজ্য ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ এর সংশোধন এবং নির্বাহী নির্দেশিকা প্রণয়ন সহ প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখার জন্য – রাজ্য যুক্তি দিয়েছিল যে কমিটি বিষয়টি তদন্ত না করা পর্যন্ত, সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিষয়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বাধ্যতামূলক আদেশটি ডিরেক্টরি তৈরি করে সংশোধন করা যেতে পারে – স্থির করা হয়েছে: নিযুক্ত কমিটি ৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেন্দ্রীয়/কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সুপারিশ জমা দেবে - ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে গৃহীত আদেশটি এতটাই সংশোধিত হয়েছে যে সিনেমা হলগুলিতে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক বা নির্দেশিকা - যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে, তাই তারা সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলীর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার সুপারিশগুলি করবে - একইভাবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলীর কোনও দ্বারা সীমাবদ্ধ বা প্রভাবিত হবে না - জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ আইন - ধারা ২ এবং ৩ - জনস্বার্থ মামলা

জাতীয় সঙ্গীত/জাতীয় পতাকা – ভারতের সংবিধান- অনুচ্ছেদ ৩২ – আবেদনকারী, একজন জন-উদ্দীপনাপূর্ণ ব্যক্তি, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়ার নির্দেশ চেয়েছিলেন – ৩০শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে, সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে নির্দেশ দেয় যে সমস্ত সিনেমা হল ফিচার ফিল্ম শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো উচিত এবং হলে উপস্থিত সকলকে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করা উচিত – প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার সাথে সম্পর্কিত আন্তঃসংযোগমূলক আবেদন দাখিল করা হয়েছে – আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এক ধরণের ছাড় থাকা উচিত – রাজ্য ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করেছে যাতে জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ আইনের সংশোধন সহ প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা যায় এবং নির্বাহী নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয় – আদেশগুলি সংশোধন করা হয়েছে, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আদেশের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে – স্থির করা হয়েছে: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দেওয়া অব্যাহতি জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়া হলে প্রতিটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ - জনস্বার্থ মামলা।

ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ৫১ক (ক)-নাগরিক বা ব্যক্তিরা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রচলিত আইন সম্পর্কিত নির্বাহী আদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য, যখনই নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে এটি বাজানো বা গাওয়া হয়।

রিট পিটিশন খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১) জাতীয় সম্মানের অপমান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১-এর ধারা ৩-এর পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াতে বাধা দিতে পারে না বা এই ধরনের গানে নিযুক্ত কোনও সমাবেশে কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। এটি একটি শাস্তিমূলক বিধান। জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আদেশগুলি জাতীয় সঙ্গীত বাজানো, গণসঙ্গীত গাওয়া, বিদেশী সংগীত বাজানো এবং সাধারণ বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত। [অনুচ্ছেদ ২৪] [১১৬০-সি-ডি]

২) ধারা-৩ সাবধানে পড়ার পর এটা স্পষ্ট যে, উক্ত আদেশে বলা হয়েছে যে, ঘটনাগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। এতে আরও বলা হয়েছে যে, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সাথে গণসংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি নেই, যদি তা

মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা এবং যথাযথ মর্যাদা বজায় রাখার জন্য যথাযথ সম্মানের সাথে করা হয়। সুতরাং, তিনটি দিক সুস্পষ্টঃ প্রথমত জাতীয় সঙ্গীতকে কেবল সম্মান করা উচিত নয়, এটি মাতৃভূমির প্রতি অভিবাদন হিসাবে একটি সম্মান; দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানগুলির তালিকা সম্পূর্ণরূপে বলা যায় না; এবং তৃতীয়ত, যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়া হয় তখন যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হয়। [অনুচ্ছেদ ২৫] [১১৬০-এফ-জি]

৩) সন্দেহের কোনও ছায়া নেই যে যখনই এবং যেখানেই জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় তখন সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয়। এটি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি জাতি রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার মৌলিক ব্যাকরণ। তবে, সংবিধান এবং আইনের অধীনে প্রদত্ত মৌলিক কর্তব্যগুলির ধারণার কথা মাথায় রেখে কার্যনির্বাহী দ্বারা স্থান বা অনুষ্ঠানের নির্ধারণ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩০] [১১৬২-এইচ; ১১৬৩-এ]

বিজো ইমানুয়েল এবং অন্যান্যরা বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা ১৯৮৭ এআইআর এসসি ৭৪৮: [১৯৮৬] ৩ এসসিআর ৫১৮-এর উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম নবীন জিন্দাল এবং আরেকজন (২০০৪) ২ এস. সি. সি ৫১০: [২০০৪] ১ এস. সি. আর ১০৩৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

[২০০৪] ১ এস. সি. আর ১০৩৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৮৬] ৩ এস. সি. আর ৫১৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৮

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০১৬ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ৮৫৫।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

কে কে ভেনুগোপাল, এজি, শিব মঙ্গল শর্মা, এএজি, সৌরভ শ্যাম শামশেরি, এএজি, সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রবীণ আইনজীবী (এসি), সি ইউ সিং, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রীমতী তারা নরুলা, শ্রীমতী গার্গী খান্না, তুষার গুপ্ত, বৈভব, অভিনব শ্রীবাস্তব, হারমিত সিং রুপরা, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গর্গ, আর পি সিং, ঋতুনেন্দর সিং, প্রতীক জালান, শ্রীমতী বিনু তামতা, অঙ্কিত যাদব, রাহুল কৃপলানি, প্রণয় রঞ্জন, রজত নায়ার, এম কে মারোরিয়া, অরিজিৎ প্রসাদ, অঙ্কুর তালওয়ার, বি ভি বলরাম দাস, বি কৃষ্ণ প্রসাদ, এ সুব্বা রাও, পি ভি দীনেশ, শ্রীমতী সিন্ধু টি.পি.বিনীশ কে., আর. বেনিওয়াল, শ্রীমতী আরুশি সিং, নমিত সাক্সেনা, শ্রীমতী প্রাচি প্রিয়দর্শনী, অমিত শর্মা, সন্দীপ সিং,

অঙ্কিত রাজ, শ্রীমতী ইন্দিরা ভাকর, শ্রীমতী রুচি কোহলি, নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর, অর্পিত রাই, বিজু পি রমন, শ্রীমতী নানিতা শর্মা, ভি শর্মা, বজরং লালজাত, শ্রীমতী আরোহী ভাল্লা, শ্রীমতী সুজাতা কুরদুকার, অজিত পাঠক, ভি কে বিজু, উপস্থিত দলগুলির আইনজীবীরা।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

দিপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি ১)আবেদনকারী, একজন জন-উৎসাহী ব্যক্তি, ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, যাতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর জন্য জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়; জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়ার সময় কী করা প্রয়োজন এবং কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে একটি রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করা; জাতীয় সঙ্গীতের অসম্মান ও অপব্যবহার কী হবে তা নির্দিষ্ট করা; এবং কোনও বাণিজ্যিক শোষণের জন্য বা যে কোনও উপায়ে আর্থিক সুবিধা অর্জনের জন্য জাতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার রোধ করা।

২)উপরোক্ত প্রার্থনা ছাড়াও আরও অনেক প্রার্থনা রয়েছে এবং এই ধরনের প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে যে কেউ যেন কোনও অবাঞ্ছিত বস্তুর উপর জাতীয় সঙ্গীত ছাপতে না পারে বা এমনভাবে এবং এমন জায়গায় প্রদর্শন না করে যা অসম্মানজনক হতে পারে এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অসম্মান দেখানোর সমতুল্য হতে পারে।

৩) বিজ্ঞপ্তি জারির পর, ভারতের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল হাজির হন। ২০১৬ সালের ৩০শে নভেম্বর, পিটিশনে করা দাবির বিষয়টি বিবেচনা করে, এই আদালত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছিল, যা এইভাবে লেখা ছিলঃ-

"পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শোনার পর এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারত ইউনিয়নের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায়, এটি নির্দেশ দেওয়া হয় যে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হবেঃ-

(ক) আর্থিক সুবিধা বা কোনও ধরনের সুবিধা দেওয়ার জন্য কোনও বাণিজ্যিক শোষণ করা হবে না। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, জাতীয় সঙ্গীত ব্যবহার করা উচিত নয় যার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত ব্যক্তির কোনও বাণিজ্যিক সুবিধা বা অন্য কোনও সুবিধা থাকবে।

(খ) জাতীয় সঙ্গীতের নাটকীয়তা থাকবে না এবং এটিকে কোনও বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।কারণ যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় বা বাজানো হয় তখন উপস্থিত প্রত্যেকের পক্ষ থেকে

যথাযথ সম্মান ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।জাতীয় সঙ্গীতের নাটকীয় প্রদর্শনীর কথা ভাবা একেবারেই অকল্পনীয়।

(গ) কোনও বস্তুর উপর জাতীয় সঙ্গীত বা তার কোনও অংশ ছাপানো যাবে না এবং এমন কোনও জায়গায় কখনও এমনভাবে প্রদর্শিত করা হবে না যা তার মর্যাদার জন্য অসম্মানজনক এবং অসম্মানজনক হতে পারে। কারণ যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, তখন তার সঙ্গে যুক্ত প্রটোকল ধারণার অন্তর্নিহিত শিকড় রয়েছে জাতীয় পরিচয়, জাতীয় অখণ্ডতা এবং সাংবিধানিক দেশপ্রেমের মধ্যে।

(ঘ) ভারতের সমস্ত সিনেমা হলগুলিতে ফিচার ফিল্ম শুরু হওয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে এবং হলে উপস্থিত সকলেই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়াতে বাধ্য।

(ঙ) পর্দায় সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়ার আগে, প্রবেশ এবং প্রস্থান দরজা বন্ধ থাকবে যাতে কেউ জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অসম্মানজনক কোনও ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি করতে না পারে। জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়ার পরে, দরজা খোলা যেতে পারে।

(চ) যখন সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে, তখন পর্দায় জাতীয় পতাকা থাকবে।

(ছ) যে কোনও কারণে যে কোনও ব্যক্তির তৈরি জাতীয় সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাজানো বা প্রদর্শিত করা হবে না।

৪) নির্দেশ জারি করার পর, এই আদালত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের জমা দেওয়া বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে যা নিম্নলিখিতভাবে কার্যকর ছিলঃ-

"আমরা এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী মুকুল রোহতগি তাঁর নির্দেশে সমস্ত নম্রতা সহকারে জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করার সুপারিশ করেছেন। নির্দেশ জারি করা হয়েছে, কারণ যখন কেউ জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় তখন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা এবং সম্মান প্রতিফলিত হয়। তা ছাড়া, এটি একজনের মধ্যে অনুভূতি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।"

৫)এরপরে, বাস্তব ম্যাট্রিক্স চালু হওয়ার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রত্যাহারের জন্য দুটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। সেগুলি ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই দিন, অভিযোগ গঠনের আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল, তবে প্রত্যাহারের আবেদনের ক্ষেত্রে, আদালত নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করেছেঃ

"যতদূর পর্যন্ত আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কিত, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত বিতর্কের সময় যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি করতে হবে। উল্লেখ করা যাক, আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী দীনেশ, উল্লেখ করার সময় বলেছিলেন যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোনও ধরনের ছাড় থাকতে হবে। আদালতে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী রোহতগি বলেন যে, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কীভাবে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, কেন্দ্রীয় সরকার দশ দিনের মধ্যে নির্দেশিকা জারি করবে। নির্দেশিকা জারি হওয়ার সাথে সাথে আমরা স্পষ্ট করে বলি, যদি কোনও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যান, যদি তিনি দাঁড়াতে অক্ষম হন, তবে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে না, তবে অবশ্যই জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ দেখাতে হবে।যখন আমরা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে ৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বলি, তখন এর অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর ২ (ঝ) এবং ২ (দ) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। আরেকটি দিক পরিষ্কার করা দরকার। 'যখন আমরা বলেছিলাম যে দরজা বন্ধ করা হবে, তখন আমরা বোঝাতে চাইনি যে দরজা বন্ধ করা হবে যেমনটি দেখি পৌর কর্পোরেশন, দিল্লি বনাম উপহার ট্র্যাজেডি ভিকটিমস অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে। [(২০১১) ১৪ এসসিসি ৪৮১] তবে কেবল জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময়কালে প্রবেশ এবং অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

৬) শুনানির পরবর্তী তারিখে, অর্থাৎ ২০১৭ সালের ১৪ শতাংশ ফেব্রুয়ারি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু অন্তর্বর্তী আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। আদালতের বন্ধু হিসাবে নিযুক্ত প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা, কিছু দিক তুলে ধরেছিলেন এবং সেগুলি লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ -

"বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা বলেন যে, এটি স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, ফিচার ফিল্মের গল্পের অংশ হিসাবে বা নিউজরিল বা তথ্যচিত্রের অংশ হিসাবে যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা বাজানো হয় তখন লোকেরা দাঁড়াবে বলে আশা করা হয় না। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী রোহতগি উক্ত পরামর্শটি গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে যখন জাতীয় সঙ্গীত একটি ফিচার ফিল্মের কাহিনীতে গাওয়া বা বাজানো হয় বা নিউজরিল বা তথ্যভিত্তিক সমতুল্য হয়, তখন ৩০.১১.২০১৬ তারিখের ক্রমে যা বলা হয়েছে তা ছাড়া, দর্শকদের দাঁড়াতে হবে না।

এই মুহূর্তে, আমরা বলতে পারি যে সংসদ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬' নামে একটি নতুন আইন এনেছে। ধারা ১০২ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (অধিকারের সমান সুযোগ সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫' বাতিল করে। এই আদালত ৯.১২.২০১৬ তারিখে ১৯৯৫ সালের আইনের কথা মাথায় রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করেছে। একটি প্রশ্নের জবাবে, ভারতের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী মুকুল রোহাতগি বলেন যে, ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইনে ব্যবহৃত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ইউনিয়ন একটি উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশিকা জারি করবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশিকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জারি করা যেতে পারে।

বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সুভাষ চন্দ্রন যুক্তি দেন যে তাকে জাতীয় প্রতিবন্ধী অধিকার প্ল্যাটফর্মের পক্ষে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তিনি আবেদন করার স্বাধীনতা রাখেন।"

৭) ১৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে, ২০১৭ সালের আই.এ. নং ১৫, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথেও সম্পর্কিত, কিছু সংশোধন করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি নিম্নরূপ:

"এটি এনপিআরডি কর্তৃক দাখিল করা একটি আবেদন যা উত্তরদাতা নং ১ কে ৩০শে নভেম্বর, ২০১৬ এবং ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের এই আদালতের আদেশের আওতা থেকে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখিত ব্যক্তিদের বিভাগগুলি হল:

(i) হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীরা-সেরিব্রাল প্যালসি, পার্কিনসন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, মাসকুলার ডিস্ট্রফি বা অন্যান্য অবস্থা হতে পারে

(ii) যাদের অটিজম আছে

(iii) যাদের সেরিব্রাল প্যালসি আছে

(iv) বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা

(v) মানসিক অসুস্থতা

(vi) বধিরতা

(vii) একাধিক অক্ষমতা

(viii) পারকিনসন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস

(ix) কুষ্ঠ রোগ নিরাময়

(x) মাসকুলার ডিস্ট্রফি

পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের শোনার পর, আমরা আদেশগুলি সংশোধন করতে এবং নির্দেশ দিতে আগ্রহী যে যারা হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী, যাদের অটিজম রয়েছে, সেরিব্রাল প্যালসিতে ভুগছেন, একাধিক অক্ষমতা, পার্কিনসন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, কুষ্ঠ রোগ নিরাময়, পেশীবহুল ডিস্ট্রফি এবং বধির ও অন্ধ ব্যক্তিদের এই আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের আওতায় না রাখা উচিত।

যতদূর পর্যন্ত অন্যান্য বিভাগগুলি, যা আমরা আবেদনে উল্লেখ করিনি, সেগুলি সম্পর্কিত, একই বিষয় ভারত ইউনিয়ন দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮) পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে, পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবী এবং ভারতের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শুনে, নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিল:

"বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য হল যে, ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ এবং এমনকি অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে দেশে বিশাল বৈচিত্র্যের কারণে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর মাধ্যমে অভিন্নতা গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যাতে মানুষ যখন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসে, তখন এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে তারা সবাই ভারতীয়। যাই হোক না কেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সংবিধানের ৫১ক (ক) ধারার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিছু সময়ের জন্য পক্ষগুলির কাছ থেকে বিজ্ঞ পরামর্শ শোনার পর, আমরা মনে করি যে কেন্দ্রীয় ডব্লিউপি (সি) ৮৫৫/১৬ ৪ সরকারের এই বিষয়ে একটি আহ্বান নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজন হলে, পরামর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞপ্তি বা নিয়ম আনতে পারে। যখন আমরা বলি 'একটি সিদ্ধান্ত নিন', তখন বলাই বাহুল্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে।

আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আরও জোর দিতে পারি যে বিচক্ষণতা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে বা কেন্দ্রীয় সরকার যেমন উপযুক্ত মনে করে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।"

৯) আমাদের পূর্ববর্তী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারত সরকার একটি হলফনামা দাখিল করেছে। শ্রী কে কে ভেনুগোপাল, অভিযুক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি/আদেশের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করেছে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এটি উল্লেখ করব।

১০) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অভিনব শ্রীবাস্তব নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছেনঃ

(ক) জাতীয় সম্মানের অপমান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১ (সংক্ষেপে, '১৯৭১ আইন') ধারা ৩ অনুযায়ী শুধুমাত্র জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া/বাজানো ইত্যাদি প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি কীভাবে সম্মান দেখানো হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করে না এবং তাই, সেই বিষয়ে আইন দ্বারা যথাযথ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা উচিত।

(খ) সংবিধানের ৫১ক (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের প্রতিটি নাগরিককে সংবিধান মেনে চলতে হবে এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করতে হবে।

(গ) সংবিধানের প্রস্তাবনায় "জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং উক্ত শব্দগুলি একটি বিস্তৃত ক্যানভাসে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যাতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান ও সম্মান বজায় থাকে।

(ঘ) এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি জাতির অখণ্ডতার পক্ষে সহায়ক এবং তাই, এটিকে প্রত্যাহার করার প্রয়োজন নেই এবং এটিকে পরম করা উচিত।

(ঙ) "ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আদেশ" শিরোনামে জারি করা নির্দেশাবলী কার্যনির্বাহী প্রকৃতির কারণ এগুলি বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এবং বাধ্যতামূলক নয় এবং

তাই, এই ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত আইন থাকা আবশ্যক এবং আইনের অনুপস্থিতিতে, এই আদালত নির্দেশাবলী জারি করতে পারে যতক্ষণ না আইনটি উক্ত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে আনা হয়।

১১) বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী কে কে ভেনুগোপাল হলফনামা এবং বিজ্ঞপ্তি/আদেশের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গঠিত কমিটি ১৯৭১ সালের আইনের সংশোধনী এবং আরও কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী প্রণয়ন সহ প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সিনেমা হলগুলিতে ফিচার ফিল্ম শুরু করার আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো/গাওয়ার জন্য এই আদালত কর্তৃক গৃহীত বাধ্যতামূলক আদেশটি ডিরেক্টরি তৈরি করে সংশোধন করা যেতে পারে। তাঁর দেওয়া পরামর্শটি হল যে আদেশে ব্যবহৃত শব্দটি "মে" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

১২) বিজ্ঞ আদালতের বন্ধু শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা বলেছেন যে, ১৯৭১ সালের আইন কার্যকর থাকাকালীন সংবিধানের ৫১ক ধারা আনা হয়েছিল এবং তাই এটিকে উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ২০০৩ সালের ৩১ নং আইনের মাধ্যমে ২০০৩ সালের ৮ই মে থেকে ১৯৭১ সালের আইনের ২য় ধারা সংশোধন করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা সংবিধিবদ্ধ বিধানের একটি অংশ। উক্ত উপস্থাপনাকে সমর্থন করার জন্য, তিনি ২য় ধারায় ব্যবহৃত ভাষার উপর জোর দিয়েছেন যা "বা ভারতের সংবিধান বা তার যে কোনও অংশ" শব্দগুলি ব্যবহার করে।সম্পূর্ণতার অনুভূতি অর্জনের জন্য, আমরা ১৯৭১ সালের আইনের ২ নং ধারাকে পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত বলে মনে করি, যা নিম্নরূপঃ

"২)ভারতীয় জাতীয় পতাকা এবং ভারতের সংবিধানের অপমান যে কেউ যে কোনও প্রকাশ্য স্থানে বা অন্য কোনও জায়গায় জনসাধারণের দৃষ্টিতে পোড়ায়, বিকৃত করে, বিকৃত করে, অশুচি করে, বিকৃত করে, ধ্বংস করে, পদদলিত করে বা * অন্যথায় অসম্মান দেখায় বা অবমাননা করে (কথ্য বা লিখিত বা কাজের মাধ্যমে) ভারতীয় জাতীয় পতাকা বা ভারতের সংবিধান বা তার কোনও অংশ, তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ব্যাখ্যা ১)-সংবিধান বা ভারতীয় জাতীয় পতাকার বা ভারতের সংবিধানের সংশোধনী বা বৈধ উপায়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারের কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে অসন্তোষ বা সমালোচনা প্রকাশ করা মন্তব্য এই ধারার অধীনে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না।

ব্যাখ্যা ২-"ভারতীয় জাতীয় পতাকা" অভিব্যক্তিটির মধ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকার যে কোনও ছবি, চিত্র, অঙ্কন বা ছবি বা অন্য কোনও দৃশ্যমান উপস্থাপনা বা কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি বা কোনও পদার্থের উপর উপস্থাপিত কোনও অংশ বা অংশ অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ৩-"সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তিটির অর্থ জনসাধারণের দ্বারা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য যে কোনও স্থান এবং যে কোনও সর্বজনীন পরিবহণ অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ৪-ভারতীয় জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান বোঝায় এবং এর মধ্যে রয়েছে-

(ক) ভারতীয় জাতীয় পতাকার প্রতি চরম অপমান বা অপমান; অথবা

(খ) যে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিবাদন জানাতে ভারতীয় জাতীয় পতাকা ডুবিয়ে দেওয়া; অথবা

(গ) সরকার কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী অনুসারে সরকারী ভবনগুলিতে পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় ওড়ানো ব্যতীত ভারতীয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় ওড়ানো; অথবা

(ঘ) রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সশস্ত্র বাহিনী বা অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যতীত যে কোনও রূপে ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে পোশাক হিসাবে ব্যবহার করা; অথবা

(ঙ) ভারতীয় জাতীয় পতাকা ব্যবহার করেঃ-

(i) পোশাকের একটি অংশ, ইউনিফর্ম বা কোনও বর্ণনার আনুষঙ্গিক যা কোনও ব্যক্তির কোমরের নীচে মহিলা; অথবা

(ii) কুশন, রুমাল, ন্যাপকিন, অন্তর্বাস বা যে কোনও পোশাকের উপাদানের উপর সূচিকর্ম বা মুদ্রণ করে; অথবা

(চ) ভারতীয় জাতীয় পতাকার উপর যে কোনও ধরনের শিলালিপি স্থাপন করা; অথবা

(ছ) প্রজাতন্ত্র দিবস বা স্বাধীনতা দিবস সহ বিশেষ অনুষ্ঠানে উদযাপনের অংশ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় পতাকার সামনে ফুলের পাপড়ি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ, বিতরণ বা বহন করার জন্য ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়; অথবা

(জ) কোনও মূর্তি বা স্মৃতিসৌধ বা বক্তার ডেস্ক বা বক্তার মঞ্চের জন্য ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা; অথবা

(ঝ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে মাটিতে বা মেঝেতে স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া; অথবা

(ঞ) হুড, উপরে এবং পাশে বা পিছনে বা কোনও গাড়ি, ট্রেন, নৌকা বা বিমান বা অন্য কোনও অনুরূপ বস্তুর উপর ভারতীয় জাতীয় পতাকা আবৃত করা; বা

(ট) কোনও বিল্ডিংয়ের আবরণ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা; বা

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে "জাফরান" নিচে দিয়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা।

১৩) তাঁর আরও বক্তব্য হল, ১৯৭১ সালের আইনে একবার "বা তার কোনও অংশ" শব্দটি ব্যবহার করা হলে তা সংবিধানের ৫১ক (ক) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পড়তে বাধ্য এবং তাই এটি বর্তমানে একটি সংবিধিবদ্ধ আদেশ হিসাবে জড়িত।

১৪) ডঃ রাজীব ধাওয়ান, বিজ্ঞ প্রবীণ পরামর্শদাতা, যাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তিনি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারত ইউনিয়নের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন।

১৫) যদিও বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সাজন পুভায়া অন্য কোনও দিক সম্পর্কিত একটি পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে প্রস্তাবনায় যে "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটি স্থান পেয়েছে তা ভারতে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একীকরণের জন্য এবং এই নীতিটি ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম নবীন জিন্দাল এবং আরেকজন[১] ফ্ল্যাগ কোডের প্রেক্ষাপটে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি রায়ের ২৭ অনুচ্ছেদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমরা মনে করি এটি পুনরুত্পাদন করেঃ

"তারপর প্রশ্ন ওঠে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় গান হল জাতীয়তাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীক। এগুলি দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্যের পাশাপাশি দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ সমষ্টিগত অভিব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলি সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং কর্মের প্রয়োজনীয় সংযোজন।"

১৬) উপরোক্ত অনুচ্ছেদের উপর জোর দিয়ে তিনি বলবেন যে, জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় গান উভয়ই ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীক যা জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই সম্মান চায়। তিনি গণপরিষদের সভাপতির দেওয়া বক্তব্যের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি নিম্নরূপঃ-

বিবৃতি

শ্রী অধ্যক্ষঃ একটি বিষয় আলোচনার জন্য ঝুলে আছে, তা হল জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্ন। একসময় মনে করা হত যে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা যেতে পারে

---

১) (২০০৪) ২ এস. সি. সি. ৫১০

এবং একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু এটা অনুভূত হয়েছে যে, প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, আমি যদি জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিই তবে ভাল। তদনুসারে আমি এই বিবৃতিটি দিচ্ছি।

'জন গণ মন' নামে পরিচিত শব্দ ও সঙ্গীত সমন্বিত রচনাটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, যা সরকার যখন সুযোগ আসে তখন অনুমোদিত শব্দের পরিবর্তন সাপেক্ষে; এবং 'বন্দে মাতরম' গানটি, যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, জন গণ মন দিয়ে সমানভাবে সম্মানিত হবে এবং এর সাথে সমান মর্যাদা পাবে। আশা করি এটি সদস্যদের সন্তুষ্ট করবে।

১৭) আমরা দ্রুত যোগ করতে পারি যে, জাতীয় সঙ্গীতের পবিত্রতা এবং সেটিকে যে সম্মান দিতে হবে তা দেখানোর জন্য আমরা এটি পুনরুত্পাদন করেছি।

১৮) হস্তক্ষেপকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সি. ইউ. সিং, যিনি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রত্যাহারের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন যে কোনও আইনের অভাবে এই আদালতের সিনেমা হলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল না।

১৯)এই মুহূর্তে, শ্রী পি. এল. ভি. দীনেশ, শ্রী সি. ইউ. সিং-কে সহায়তা করা বিজ্ঞ আইনজীবী, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বলবেন যে এই আদালত যদি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অব্যাহত রাখার কথা ভাবেন, তবে এটি কমপক্ষে নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারে যে যখনই কোনও চলচ্চিত্র উৎসব হয় এবং একদিনে পাঁচ থেকে ছয়টির বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, দর্শকদের কেবল প্রথম ফিচার ফিল্মের শুরুতে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া উচিত।

২০) রিট পিটিশনে হস্তক্ষেপ করা আইনজীবী শ্রী ভি কে বিজু বলেছেন যে যদিও কমিটিটি বিভিন্ন বর্ণালী থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত হয়েছে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

২১) হস্তক্ষেপের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার কারণে উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রীমতি নানিতা শর্মা বলেন যে, উক্ত সংস্থাটি সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব জমা দিয়েছে এবং সেগুলি বিবেচনা করা দরকার কারণ সেগুলি ২০১৪ সাল থেকে মুলতুবি রয়েছে।

২২) হস্তক্ষেপের জন্য আবেদনকারী শ্রী সঞ্জীব ভাটনাগর, ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে দাবি করেছেন যে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকাকে

সম্মান করা উচিত এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মান প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক, তবে সিনেমা হলগুলি উপযুক্ত স্থান নাও হতে পারে।

২৩) বারে উত্থাপিত জমা দেওয়ার প্রশংসা করার জন্য, ১৯৭১ সালের আইনের ৩ নং ধারাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি নিম্নরূপঃ-

৩) জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া প্রতিরোধ ইত্যাদি-যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াতে বাধা দেয় বা এই ধরনের গানে নিযুক্ত কোনও সমাবেশে ব্যাঘাত ঘটায়, তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

২৪) উক্ত বিধানটি পর্যালোচনার পর, এটা স্পষ্ট যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বন্ধ করতে পারে না বা এই ধরনের গানে নিযুক্ত কোনও সমাবেশে কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। এটি একটি শাস্তিমূলক বিধান। জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আদেশগুলি জাতীয় সঙ্গীত বাজানো, গণসঙ্গীত গাওয়া, বিদেশী সংগীত বাজানো এবং সাধারণ বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত। আদেশের প্রকরণ ।।। (৪) নিম্নরূপঃ-

"।।। (৪) _ কোন অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার (বাজানো থেকে আলাদা) অনুমতি দেওয়া যেতে পারে তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে গণসঙ্গীতের সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই যতক্ষণ না এটি মাতৃভূমির প্রতি অভিবাদন হিসাবে যথাযথ সম্মানের সাথে করা হয় এবং যথাযথ শিষ্টাচার বজায় থাকে।"

২৫) উপরের বিধানটি যত্ন সহকারে পড়ার পরে, এটি স্পষ্ট যে উক্ত আদেশে বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। এটি আরও উল্লেখ করে যে গাওয়ার বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই,জাতীয় সঙ্গীতের গণসঙ্গীতের সাথে যতক্ষণ থাকে,মাতৃভূমির প্রতি অভিবাদন এবং যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য যথাযথ সম্মানের সাথে করা হয়। সুতরাং, তিনটি দিক সুস্পষ্টঃ প্রথমত জাতীয় সঙ্গীতকে কেবল সম্মান করা উচিত নয়, এটি মাতৃভূমির প্রতি অভিবাদন হিসাবে একটি সম্মান; দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানগুলির তালিকা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না; এবং তৃতীয়ত, যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়া হয় তখন যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হয়।

২৬) এই পর্যায়ে, আমরা ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের আদেশ/বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করতে পারি। এটি নিম্নরূপঃ-

শ্যাম নারায়ণ চৌকসে বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ওঅন্যান্যরা [দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি]

১১৬১

আদেশ

বিষয়: জাতীয় সঙ্গীত বাজানো/গান গাওয়ার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (সীমান্ত ব্যবস্থাপনা) এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিরা (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) জাতীয় সঙ্গীত বাজানো/গান গাওয়ার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুপারিশ দেবেন এবং ১৯৭১ সালের জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন বা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আদেশে পরিবর্তনের পরামর্শ দেবেন।

ক্রমিক নং	মন্ত্রক/বিভাগ	পদ
১	অতিরিক্ত সচিব (বিএম), এমএইচএ	চেয়ারম্যান
২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রক	সদস্য
৩	বিদেশ মন্ত্রক	সদস্য
৪	সংস্কৃতি মন্ত্রক	সদস্য
৫	মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক	সদস্য
৬	সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক	সদস্য
৭	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক	সদস্য
৮	সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক	সদস্য
৯	আইন বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
১০	বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ	সদস্য
১২	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), এমএইচএ	আহ্বায়ক

২) কমিটি ছয় মাসের মধ্যে তার সুপারিশ জমা দেবে।

৩) এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে।

২৭) উক্ত আদেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিকে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো/গান গাওয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করার এবং ১৯৭১ সালের আইনে বা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত আদেশে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২৮) আমরা এখন অতীতে যেতে পারি। বিজো ইমানুয়েল এবং অন্যান্যরা বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা[২] মামলার (অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০) মামলায় এই আদালত জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর জোর দিয়েছে। আমরা তাড়াহুড়ো করে বলতে পারি যে এটি আবেদনকারীর অধিকারকে সমর্থন করেছে, কিন্তু তবুও পর্যবেক্ষণ করেছে যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, সে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছে। সুতরাং, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা বাজানোর সময় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

২৯) আমরা এই পর্যায়ে ১৯৭১ সালের আইনের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলির বিবৃতি পুনরুত্পাদন করতে পারি, কারণ আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অভিনব শ্রীবাস্তব এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এটি নিম্নরূপঃ-

<u>উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি</u>

জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং সংবিধানের প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান সম্পর্কিত মামলাগুলি সাম্প্রতিক অতীতে নজরে এসেছে। এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা সংসদের উভয় কক্ষে আলোচনা করা হয়েছিল এবং সদস্যরা জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি দেখানো অসম্মান সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সরকারকে এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। জাতীয় পতাকা এবং সংবিধান বা জাতীয় সঙ্গীত এফ-এর প্রতি অসম্মান বর্তমান আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য নয়। সার্বভৌমত্ব এবং জাতির অখণ্ডতার এই প্রতীকগুলির প্রতি প্রকাশ্যে অপমানের কাজগুলি অবশ্যই প্রতিরোধ করা উচিত। তাই বিলটি।আইনের পরিধি জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় প্রতীকগুলিকে জ্বালিয়ে, পদদলিত করে বা বিকৃত করে অপমান ও আক্রমণের প্রকাশ্য কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতীকের সৎ ও সৎ সমালোচনা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়, এবং এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান বিলটিতে করা হয়েছে।

৩০) যখন আমরা আমাদের সামনে উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে তাদের নিজস্ব উপায়ে উচ্চারিত করার বিষয়টি বিবেচনা করি, তখন আমাদের সন্দেহের কোনও ছায়া থাকে না যে জাতীয় সঙ্গীত যখনই এবং যেখানেই বাজানো হয় তখনই সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয়।

---

২) এ.আই.আর. ১৯৮৭ এস.সি. ৭৪৮

এটি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি জাতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মৌলিক ব্যাকরণ। যাইহোক, সংবিধান এবং আইনের অধীনে প্রদত্ত মৌলিক কর্তব্যগুলির ধারণার কথা মাথায় রেখে কার্যনির্বাহী দ্বারা স্থান বা 'অনুষ্ঠান' নির্ধারণ করতে হবে।

৩১) উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে, 'কমিটির সমস্ত দিকগুলি ব্যাপকভাবে খতিয়ে দেখা উচিত। শ্রী কে. কে.'ভেনুগোপাল, ভারতের অ্যাটোমি জেনারেল, যুক্তিতে বলেছেন যে আবেদনকারী কমিটির কাছে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পরামর্শ দিতে পারেন। শ্রী ভি. কে. বিজু ও শ্রীমতি নানিতা শর্মা, বিজ্ঞ আইনজীবী এবং শ্রী সঞ্জীব ভাটনগর, ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারীও এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। আমরা যখন পরামর্শ দিই, তখন আমরা বোঝাই যে পরামর্শগুলি কেবল জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সম্পর্কিত হবে এবং অন্য কিছু নয়।

৩২) এটি বলার পরেও, বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ধারাবাহিকতা বা তার পরিবর্তনের জন্য রয়ে গেছে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী ভেনুগোপালের জমা দেওয়া হিসাবে, পর্দায় সিনেমা হলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করা যাবে না এবং কমিটি এবং তার পরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত "হবে" শব্দটি "হতে পারে" দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বিচক্ষণতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত এবং তারা ২৩ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের আমাদের আদেশে স্পষ্ট করা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

৩৩) উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা রিট পিটিশনটি মুলতুবি রাখতে এবং নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর সাথে তা নিষ্পত্তি করতে চাই নাঃ-

(i) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তার সুপারিশ জমা দেবে।

(ii) ২০১৬ সালের ৩০শে নভেম্বর জারি করা আদেশটি এতটাই সংশোধন করা হয়েছে যে সিনেমা হলগুলিতে ফিচার ফিল্ম প্রদর্শনের আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক নয়, তবে ঐচ্ছিক বা ডিরেক্টরি।

(iii) যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে, তাই এটি ২৩শে অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের আমাদের আদেশে যেমন স্পষ্ট করা হয়েছে, এই আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার সুপারিশগুলি করবে।

একইভাবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তার সিদ্ধান্ত (গুলি) নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ বা প্রভাবিত হবে না।

(iv) নাগরিক বা ব্যক্তিরা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রচলিত আইন সম্পর্কিত নির্বাহী আদেশের অধীনে, যখনই এটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে বাজানো বা গাওয়া হয়।

(v) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদত্ত অব্যাহতি প্রতিটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যখনই জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বা গাওয়া হবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩৪) রিট পিটিশনটি, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়। সেখানে থাকবে।খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

অঙ্কিত জ্ঞান **রিট পিটিশন খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal